[illegible]

তারিখ ..2.3 JUL.2015... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার হার বনাম মান

সাইফুর রহমান রাফি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে তথা এই আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই! এই যুগোপযোগী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হার বর্তমান সময়ে চোখে পড়ার মতো। যেখানে ২০০১-০৯ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি, তা ২০১০-১৫ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪ কোটিতে। এর জন্য নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২০১০ থেকে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১২৪ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে– যা বিশ্বের কোনো দেশে এত বই বিনামূল্যে বিতরণের রেকর্ড নেই। পাসের হারের ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করেন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছে। এ শিক্ষানীতি সঠিকভাবে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার তথা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে যে বিতর্ক জন্মেছিল তার অবসান হতে চলেছে। বিশ্বের উন্নত সব রাষ্ট্রেই শিক্ষার হার ঈর্ষণীয়। তবে কেন আমাদের দেশ পিছিয়ে থাকবে? বলা হয়, একাডেমিক তথা আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান নাকি খারাপ। এ জন্য পরে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফল দেখাতে ব্যর্থ। আমার কথা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করেও কেন মানুষ বেকার থাকে? জনসংখ্যার আধিক্য আমাদের দেশের মারাত্মক সমস্যা। এ ব্যাপারে কারও যেন চিন্তা নেই।

এ দেশে বর্তমানে প্রায় দুই কোটি শিক্ষিত বেকার। সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্টের এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকোত্তরই বেকার। তাই আমি মনে করি, এর প্রধান দুটি কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা কিন্তু সীমিত সুযোগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা। সরকার যদি এ দুটি ব্যাপার খেয়ালে নেয় তাহলে আমি মনে করি, ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। তা সরকারের একার পক্ষে এ বিশাল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সমালোচনা নয়, উপদেশ বা ফর্মুলার মাধ্যমে জাতির এ বিরাট সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাজেটে শিক্ষা খাতে আরও ভর্তুকি প্রয়োজন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ এ খাতে বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে এত বড় পরিসরের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। আসুন, আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিক্ষার হার ও মান বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করি।

○ শিক্ষার্থী, আমতলী ডিগ্রি কলেজ, বরগুনা
saifurrahmanrafi1@gmail.com